রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, এপ্রিল ৩০, ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৫ চৈত্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/০৮ এপ্রিল, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ।

এস.আর.ও নং ৮৮-আইন/২০২৪।—সরকার, কার্যবিধিমালা ১৯৯৬ এর প্রথম তফসিল (বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের মধ্যে কার্যবণ্টন) এর আইটেম ২৯(খ) এর ক্রমিক ৫ ও ৮ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিগত ৩-৭-২০০০ ইং তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত "Control of Entry Act, 1952" এর বাংলা অনুবাদ সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করিল:—

(কন্ট্রোল অব এন্ট্রি অ্যাক্ট, ১৯৫২ এর অনূদিত বাংলা পাঠ)

কন্ট্রোল অব এন্ট্রি অ্যাক্ট, ১৯৫২
(১৯৫২ সনের ৫৫ নং আইন)

[১৪ ডিসেম্বর, ১৯৫২]

ভারতীয় নাগরিকগণের বাংলাদেশে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের জন্য অধিকতর কার্যকর বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন[১]

যেহেতু ভারতীয় নাগরিকগণের বাংলাদেশে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের জন্য অধিকতর কার্যকর বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন;

সেহেতু, এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, ব্যাপ্তি ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন [২][***] [৩][কন্ট্রোল অব এন্ট্রি অ্যাক্ট, ১৯৫২] নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

---

[১] ভিন্নরূপ কোনো বিধান ব্যতীত, এই আইনের সর্বত্র "বাংলাদেশ", "সরকার" এবং "টাকা" শব্দগুলি যথাক্রমে "পাকিস্তান" "কেন্দ্রীয় সরকার" এবং "রুপি" শব্দগুলির পরিবর্তে বাংলাদেশ লজ (রিভিশন এ্যান্ড ডিক্লারেশন) অ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ ও দ্বিতীয় তফশিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] "পাকিস্তান" শব্দটি বাংলাদেশ (এ্যাডাপ্টেশন অব এক্সিসটিং লজ) অর্ডার, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৪৮) এর অনুচ্ছেদ ৬ দ্বারা বিলুপ্ত।

[৩] "প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ" শব্দগুলি "(প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ)" শব্দগুলি ও বন্ধনির পরিবর্তে বাংলাদেশ লজ (রিভিশন এ্যান্ড ডিক্লারেশন) অ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ ও দ্বিতীয় তফশিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

মূল্য : টাকা ৮.০০

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(ক) "প্রবেশ" অর্থ জলপথ, স্থলপথ বা আকাশপথে প্রবেশ;

(খ) "পাসপোর্ট" অর্থ কোনো পাসপোর্ট যাহা যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বা তাহার কর্তৃত্বাধীনে প্রদান বা নবায়ন করা হইয়াছে, এবং যাহা যে শ্রেণির পাসপোর্ট সেই শ্রেণি সম্পর্কিত নির্ধারিত শর্ত পূরণ করিয়াছে;

(গ) "ভিসা" অর্থ সরকার কর্তৃক বা উহার কর্তৃত্বাধীনে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো বৈধ ও কার্যকর পাসপোর্টের উপর যথাযথভাবে পৃষ্ঠাঙ্কনকৃত কোনো ভিসা;

[১][বিলুপ্ত]

(ঙ) "ভারতীয় নাগরিক" অর্থ কোনো ব্যক্তি যিনি ভারতে আপাতত বলবৎ কোনো আইনের অধীন ভারতের নাগরিক বা ভারতের নাগরিক হিসাবে গণ্য;

(চ) "বাংলাদেশের নাগরিক" অর্থ কোনো ব্যক্তি যিনি বাংলাদেশে আপাতত বলবৎ কোনো আইনের অধীন বাংলাদেশের নাগরিক বা বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে গণ্য;

(ছ) "কর্মকর্তা" অর্থ সরকারের [২][***] কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী।

[৩][৩। **প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ।**—কোনো ভারতীয় নাগরিক পাসপোর্ট ও প্রবেশের ভিসা ব্যতীত বাংলাদেশের কোনো অংশে প্রবেশ করিতে পারিবেন না।]

৪। **দণ্ড।**—যদি কোনো ব্যক্তি [৪][ধারা ৩ এর বিধান] লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক এক বৎসরের কারাদণ্ড বা এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৫। **মিথ্যা তথ্য।**—যদি কোনো ব্যক্তি পাসপোর্ট ও ভিসা [৫][***] প্রাপ্তির জন্য এমন কোনো বিবৃতি প্রদান করেন যাহা তিনি অসত্য বলিয়া জানেন বা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন না, অথবা এমন কোনো বিবৃতি ব্যবহার করেন যাহা তিনি অসত্য বলিয়া জানেন, বা অসত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ রহিয়াছে, তাহা হইলে তিনি অনধিক এক বৎসরের কারাদণ্ড, বা এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৬। **গ্রেফতারের ক্ষমতা।**—(১) কোনো পুলিশ কর্মকর্তা, শুল্ক কর্মকর্তা বা সরকার [৬][***] কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, বা এই আইনের প্রণীত বিধির অধীন, ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কর্মকর্তা যেকোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতারি পরোয়ানা ব্যতীত গ্রেফতার করিতে পারিবেন যদি উক্ত কর্মকর্তা যুক্তিসঙ্গতভাবে সন্দেহ করেন যে, উক্ত ব্যক্তি ধারা ৩ এর [৭][কোনো বিধান] লঙ্ঘন করিয়াছেন।

---

[১] দফা (ঘ) বাংলাদেশ লজ (রিভিশন অ্যান্ড ডিক্লারেশন) অ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ ও দ্বিতীয় তফশিল দ্বারা বিলুপ্ত।

[২] "প্রাদেশিক সরকার বা কোনো দখলকৃত স্টেটের" শব্দগুলি বাংলাদেশ লজ (রিভিশন অ্যান্ড ডিক্লারেশন) অ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ ও দ্বিতীয় তফশিল দ্বারা বিলুপ্ত।

[৩] ধারা ৩ বাংলাদেশ লজ (রিভিশন অ্যান্ড ডিক্লারেশন) অ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ ও দ্বিতীয় তফশিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৪] "ধারা ৩ এর বিধানাবলি" শব্দগুলি "ধারা ৩ এর যেকোনো বিধান" শব্দগুলির পরিবর্তে বাংলাদেশ লজ (রিভিশন অ্যান্ড ডিক্লারেশন) অ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ ও দ্বিতীয় তফশিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৫] বাংলাদেশ লজ (রিভিশন অ্যান্ড ডিক্লারেশন) অ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ ও দ্বিতীয় তফশিল দ্বারা বিলুপ্ত।

[৬] "বা প্রাদেশিক সরকার বা কোনো দখলকৃত স্টেটের সরকার" শব্দগুলি বাংলাদেশ লজ (রিভিশন অ্যান্ড ডিক্লারেশন) অ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ ও দ্বিতীয় তফশিল দ্বারা বিলুপ্ত।

[৭] "বিধানাবলির যে কোনো বিধান" শব্দগুলির পরিবর্তে "কোনো বিধান" শব্দগুলি বাংলাদেশ লজ (রিভিশন অ্যান্ড ডিক্লারেশন) অ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ ও দ্বিতীয় তফশিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(২) এই ধারার অধীন গ্রেফতারকারী কোনো কর্মকর্তা, অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব ব্যতীত, গ্রেফতারের স্থানের উপর এখতিয়ারসম্পন্ন কোনো উপযুক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট, বা যে থানার এখতিয়ারাধীন এলাকায় গ্রেফতার করা হইয়াছে সেই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে হাজির করিবেন এবং গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে, ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর [১][***] বিধানাবলি, যতদূর সম্ভব, প্রযোজ্য হইবে।

৭। **বাংলাদেশ হইতে বহিষ্কারের ক্ষমতা।**—(১) বাংলাদেশের নাগরিক নহেন এইরূপ কোনো ব্যক্তি যদি ধারা ৪ বা ধারা ৫ এর অধীন দোষী সাব্যস্ত হন, তাহা হইলে সরকার তাহাকে আদেশে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ ত্যাগের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) যদি উক্ত ব্যক্তি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ ত্যাগ করিতে অস্বীকার করেন বা ব্যর্থ হন, তাহা হইলে—

(ক) তিনি অনধিক এক বৎসরের কারাদণ্ড, বা এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন, এবং

(খ) তাহাকে সরকারের আদেশবলে বাংলাদেশ হইতে বহিষ্কার করা যাইবে এবং উক্ত বহিষ্কারাদেশ কার্যকর করিবার জন্য, পরিস্থিতি বিবেচনায়, প্রয়োজনীয় যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

[(৩) বাংলাদেশ লজ (রিভিশন অ্যান্ড ডিক্লারেশন) অ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ ও দ্বিতীয় তফশিল দ্বারা বিলুপ্ত।]

৮। **বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা।**—(১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) পূর্ববর্তী ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া উক্ত বিধিমালায় নিম্নবর্ণিত বিষয়ে বিধান করা যাইবে, যথা:—

(ক) মঞ্জুর করা যাইতে পারে এইরূপ বিভিন্ন ধরনের ভিসা;

(খ) ভিসা মঞ্জুর, পরিবর্তন, মেয়াদবৃদ্ধি ও বাতিল করিবার জন্য ব্যক্তিবর্গকে ক্ষমতা প্রদান বা নিয়োগ;

(গ) আবেদনের ফরম ও ভিসা প্রাপ্তি এবং ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য পরিশোধ্য চার্জ ও ফি নির্ধারণ;

(ঘ) এই আইনের অধীন কোনো পাসপোর্টধারীর উপর আরোপণীয় শর্ত ও বিধিনিষেধ নির্ধারণ;

(ঙ) এই আইন বা তদধীন প্রণীত কোনো বিধিমালার অধীন কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিশ্রেণিকে, শর্তসহ বা শর্ত ব্যতীত, প্রদেয় অব্যাহতি নির্ধারণ;

(চ) ভারতীয় নাগরিক কর্তৃক প্রতিপালনীয় শর্তাবলি ও বিধিনিষেধ নির্ধারণ;

---

[১] "অথবা কোনো স্টেটে গ্রেফতার করিবার সময় উক্ত স্টেটে আপাতত বলবৎ অনুরূপ আইনের" শব্দগুলি ও কমা বাংলাদেশ লজ (রিভিশন অ্যান্ড ডিক্লারেশন) অ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ ও দ্বিতীয় তফশিল দ্বারা বিলুপ্ত।

(ছ) বাংলাদেশে প্রবেশের পর কোনো পাসপোর্টধারীর প্রতি ভিসার অধীন আরোপিত কোনো শর্ত বা বিধিনিষেধের পরিবর্তন বা সংশোধন বা উহা হইতে অব্যাহতি প্রদান;

(জ) চেকপোস্ট ও রুট নির্ধারণ ও তৎসম্পর্কে প্রজ্ঞাপন; এবং

(ঝ) কতিপয় শ্রেণির ভিসাধারীর জন্য বিধিমালা অনুসারে পুলিশের নিকট নিবন্ধন ও রিপোর্ট করিবার পদ্ধতি নির্ধারণ।

(৩) এই ধারার অধীন প্রণীত বিধিমালায় উহার কোনো বিধান বা উহার অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ লঙ্ঘনের জন্য অনধিক এক বৎসরের কারাদণ্ড, বা এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করিবার বিধান করা যাইবে।

৯। **ক্ষমতার্পণ।**—সরকার, আদেশ দ্বারা, এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে যে, এই আইনের অধীন উহার উপর অর্পিত ক্ষমতা, আদেশে উল্লিখিত পরিস্থিতি ও শর্তে, যদি থাকে, কোনো কর্মকর্তা বা উহার অধস্তন কোনো কর্তৃপক্ষ বা তৎকর্তৃক নির্ধারিত কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োগ করা যাইবে।

১০। **এই আইনের অধীন কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তির রক্ষণ।**—সরকারের [১][***] অনুমোদন ব্যতীত, এই আইনের দ্বারা বা উহার অধীন অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগের উদ্দেশ্যে কৃত কোনো কার্যের জন্য বা কোনো কার্যের অভিপ্রায়ের জন্য কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো দেওয়ানি, ফৌজদারি বা অন্য কোনো আইনগত কার্যধারা রুজু করা যাইবে না।

[১১। **১৯৫২ সনের ১০ নং অধ্যাদেশ এর রহিতকরণ ও হেফাজত।**—বাংলাদেশ লজ (রিভিশন অ্যান্ড ডিক্লারেশন) অ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ ও দ্বিতীয় তফশিল দ্বারা বিলুপ্ত।]

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আমিন আল পারভেজ
উপসচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ।

[১] "বা প্রাদেশিক সরকার বা সংশ্লিষ্ট স্টেটের সরকার" শব্দগুলি বাংলাদেশ লজ (রিভিশন অ্যান্ড ডিক্লারেশন) অ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ ও দ্বিতীয় তফশিল দ্বারা বিলুপ্ত।

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd